কুসুমাবলী।

অন্নদামঙ্গল।

গণেশ বন্দনা।

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্ব স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর॥
বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজাহোম যোগযাগে তোমার অর্চ্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ॥
স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী কয়ে
ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল॥

হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া
খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুন কর বিশ্ব সৃষ্টি
ভাল খেলা খেল দয়াময়॥
বিধি বিষ্ণু শিব শিবা ত্রিভুবন রাত্রি দিবা
সৃষ্টি পুন করহ সংহার।
বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম তুমি জপ কোন্ ব্রহ্ম
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার॥
যে তুমি সে তুমি প্রভু জানিতে নারিনু কভু
বিধি হরি হর নাহি জানে।
তব নাম লয় যেই আপদ এড়ায় সেই
তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ দানে॥

শিব বন্দনা।

শঙ্করায় নমঃ নমঃ গিরিসুতাপ্রিয়তম
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি॥
হর হর মোর দুঃখ হর।

হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকরশেখর শঙ্কর॥
গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়॥
অতি দীর্ঘ জটাজূট কণ্ঠে শোভে কালকূট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার ফণীময় অলঙ্কার
শিরে ফণী ফণী উপবীত॥
যোগির অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ লয়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান॥
মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
যারে তুমি দেহ পদছায়া॥

সূর্য্য বন্দনা।

ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ
দয়া কর দিবাকর।
চারি বেদে কয় ব্রহ্ম তেজোময়
তুমি দেব পরাৎপর॥
দিনকর চাহ দীনে।
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে॥
বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন
বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্ব্বদেবময় সর্ব্ববেদাশ্রয়
আকাশ পাতাল ভূমি॥
একচক্র রথে আকাশের পথে
উদয় গিরি হইতে।
যাহ অস্তগিরি এক দিনে ফিরি
কে পারে শক্তি কহিতে॥
অতি খর কর পোড়ে মহীধর
সিন্ধুর জল শুকায়।
পদ্মিনী কেমনে হাসে হৃষ্টমনে
তোমার তত্ত্ব কে পায়॥

দ্বাদশ মূরতি গ্রহগণপতি
সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা।
শনি যম মনু তব অঙ্গজনু
যমুনা তোমার কন্যা॥
বিশ্বের রক্ষিতা বিশ্বের সবিতা
তাই সে সবিতা নাম।
তুমি বিশ্বসার মোরে কর পার
করি এ কোটি প্রণাম॥

বিষ্ণু বন্দনা।

কেশবায় নমঃ নমঃ পুরাণ পুরুষোত্তম
চতুর্ভুজ গরুড়বাহন।
বরণ জলদঘটা হৃদয়ে কৌস্তুভছটা
বনমালা নানা আভরণ॥
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ সুশোভিত চারিভুজ
মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহর পদ নিরুপম কোকনদ
রতন নূপুর বাজে তায়॥

পরিধান পীতাম্বর অধর বান্ধুলীবর
মুখ সুধাকরে সুধা হাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ ॥
ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দিকে করে স্তব
সনকাদি যত ঋষিগণ।
নারদ বীণার তানে মোহিত যে গুণ গানে
পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন ॥
কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমশর
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায়।

সরস্বতী বন্দনা !

উর দেবি সরস্বতি স্তবে কর অনুমতি
বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনি।
শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাস
শ্বেতসরসিজ নিবাসিনি ॥

বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ সেবা করে অনুক্ষণ
যোগী ঋষি কিন্নর কিন্নরী॥
তান মান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল
তোমা হৈতে সকল নির্ণয়।
যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে
কাহার শকতি কথা কয়॥
তুমি নাহি চাহ যারে সবে মূঢ় বলে তারে
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবন॥
তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন॥

অন্নপূর্ণা বন্দনা।

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাহার মায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় আকৃতি॥

অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি॥
বিনা চন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥

দক্ষের শিবনিন্দা ও সতীর দেহত্যাগ।

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥

যবনে ব্রাহ্মণে কুকুরে আপনে
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল তবু না মরিল
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥
সুখে দুখ জানে দুখে সুখ মানে
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয় চাসি কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের পৈতে গলায়॥
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগী খায়
না করে অতিথিসেবা।
সতী ঝি আমার গৃহিনী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥

বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনীবিহারী নহে ব্রহ্মচারী
এ কি মহাপাপ হর॥
সতী ঝি আমার বিদ্যুৎ আকার
বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন পরম ভাজন
ঘটক নারদ ভায়া॥
আহা মরি সতি কি দেখি দুর্গতি
অন্ন বিনা হৈলা কালী।
তোমার কপাল পর বাঘছাল
আমার রহিল গালী॥
শিব নিন্দা শুনি রোষে যত মুনি
দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া চলিলা উঠিয়া
শ্রবণে কর আচ্ছাদি।
তবু পাপ দক্ষ নিন্দি কত লক্ষ
সতী সম্বোধিয়া কহে।
তার মৃত্যু নাই তোর নাহি ঠাঁই
আমার মরণ নহে।

মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে
ছি ছি এ কি দশা তোর।
আমি মহারাজ তোর এই সাজ
মাথা খেতে এলি মোর ॥
বিধবা যখন হইবি তখন
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে
তার মুখ না দেখিব ॥
শিবনিন্দা শুনি মহাদুখ গুণি
কহিতে লাগিল সতী।
শিবনিন্দা কর কি শকতি ধর
কেন বাপা হেন মতি ॥
যারে ধরে কালে সেই নিন্দে করে
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজনু তেজিব এ তনু
তবে যাবে মোর পাপ ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি ভয়
মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম মত ফল যজ্ঞ যাবে তল
তোর রক্ষা আর নাই।

যে মুখে পামর নিন্দিলি শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল॥
হিমগিরিপতি ভাগ্যবান অতি
মেনকা তাহার জায়া।
পূর্ব্ব তপ বরে তাহার উদরে
জনমিলা মহামায়া॥
সতী দেহ ত্যাগে নন্দী মহারাগে
সত্বরে গেলা কৈলাসে।
শূন্য রথ লয়ে শোকাকুল হয়ে
নিবেদিলা কৃত্তিবাসে॥
শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ করিলা গমন
করিতে দক্ষ দমন॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা ॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহা শব্দ গালে ॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্টসদ্যোমরা হস্তিছালা ॥
পচা চর্ম্ম ঝূলী করে লোল ঝূলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে ॥
ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা ॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দি ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥

চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্ত কেশে ॥
গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকেন গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥

দক্ষযজ্ঞ নাশ।

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে ॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে ॥
সৈন্য স্যূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি ॥
বৈরি পক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও হুঁ দিখাও দক্ষ দেই হাকিয়া।
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্বৃতি।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি ॥

রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দি ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্গিয়া॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িল।
পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥
বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি যন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥
যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
ঊর্দ্ধহাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাকিছে।
হূপ হাপ দূপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হূম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্ফ ভূমি কম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥
অগ্নি জালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে॥
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে।
হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মূতিছে।
পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুতিছে॥

রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হূল থূল কূল কূল ব্রহ্ম ডিম্ব ফুটিছে ॥
মৌনতুণ্ড হেটমুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে ॥

প্রস্তুতিস্তবে দক্ষজীবন।

এই রূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়।
প্রস্তুতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায় ॥
বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা।
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা ॥
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর।
দক্ষবাসে শিব পাশে আইলা সত্বর ॥
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া।
প্রস্তুতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া ॥
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেটমুখ।
দূরে গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়।
প্রস্তুতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয় ॥

বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী।
অসীম মহিমা যানে কাহার শকতি॥
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই॥
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হইল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি।
ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী॥
সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার।
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার॥
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময়॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।
রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা।

ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের ন্যায়॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু একি বিড়ম্বন॥
বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা॥
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব।
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব॥
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ।
কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান॥
শুনিয়া নন্দিরে শিব কহিলা হাসিয়া।
কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া॥
নন্দি বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়।
যেমন করিল কর্ম্ম উপযুক্ত হয়॥
শিববাক্যে নন্দি এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেক আঁটিয়া॥
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর।
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর॥

তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চভূতময় পঞ্চ ভূতময় নও॥
নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম।
না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম॥
বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল॥
বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।
যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া॥
যজ্ঞস্থানে সতীদেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥
শিরে লয়ে সতীদেহ করিলা গমন।
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ॥
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর।
সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥
তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥

শিব বিবাহের মন্ত্রণা।

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।
মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর ॥
ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব।
শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব ॥
নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব ॥
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা।
মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা ॥
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।
তবে সে সর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ ॥
আকাশ বাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ।
নারদেরে ডাকিয়া কহিল হৃষীকেশ ॥
ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও ॥
একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ।
শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ ॥
জনকের জননীর দেখিব চরণ।
আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন ॥

মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান।
ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান॥

নারদের গান।

জয় দেবী জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গাবিঘাতিনি মুখ্যতরে॥
জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি
খর্পরধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকি ভারতভীতিহরে॥

শিববিবাহের সম্বন্ধ।

এ রূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥

দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে।
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশে সঙ্গে।
মৃত্তিকার হর গৌরী পুত্তলি গড়িয়া।
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া॥
দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার।
এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে।
নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভৎর্সনে॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়।
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে।
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।
ভেবে দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥

আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত।
ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাৎ ॥
বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥
আল্যা করি কোলে বসি ছেদে ধরি গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ি গিয়া।
ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হৈতু বুড়া এক ডোকরা বামণ।
প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥
দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥
ভাবে বুঝি সে বামণ বড় কন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপেরে লইয়া॥
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ।
সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ॥
হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে।
সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে॥

নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়।
কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়॥
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে।
অখিল ভুবনমাতা জানিতে কে পারে॥
বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা।
শিব পতি ইহাঁর ইহাঁর নাম শিবা॥
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে।
ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে॥
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি॥
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়।

শিব বিবাহ যাত্রা।

শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ
সবে হৈলা যত্নবান।
পরম সন্তোষে দুন্দুভি নির্ঘোষে
ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান।

নিজগণ লয়ে বর যাত্র হয়ে
চলিলা যত অমর।
অপ্সর নাচিছে কিন্নর গাইছে
পুলকিত মহেশ্বর॥
ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত
বরকর্ত্তা নারায়ণ।
ইন্দ্রের শাসনে মরুত ভুবনে
চলে যত রাজগণ॥
কুবের ভাণ্ডারি যক্ষগণ ভারি
নানা আয়োজন সাজি।
বায়ু করি বল আপনি অনল
হইলা আতস বাজি॥
নারদ রসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
সাজাইতে গেলা বর।
বসি ছিলা হর উঠিলা সত্বর
নারদ কহে তৎপর॥
জটাজূটে চূড়া সাপে বান্ধ খূড়া
মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায়
কন্যার মা হবে লোভা॥

কস্তুরী কেশরে চন্দনে কি করে
ঘন করি মাখ ছাই।
কি করে মণিতে যে শোভা ফণিতে
হেন বর কোথা পাই॥
ফুলমালা যত শোভা দিবে কত
যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা জগমনলোভা
যে শোভা বাঘের ছালে॥
রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার
যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ কব কোটি গুণ
আমি মেনকার কাছে॥
অধিক করিয়া সিদ্ধি মিশাইয়া
ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবত বিবাহ না হবে নির্ব্বাহ
উপবাস তবে রবে॥
এ রূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়॥

ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে।
মহাধুম ধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আল।
থাবায় থাবায় মসাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভাল॥
করতালী দিয়া বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজাড়ি
লক লক লক জিহি॥
করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি
কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে
কে মানে কাহার বোল॥
তরু উপাড়িয়া গিরি উথাড়িয়া
কৈল প্রলয়েয় ঝড়।
বরযাত্রগণ লইয়া জীবন
পলাইল দিয়া রড়॥

ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা তায়
দেখিয়া আনন্দ হরে।
আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি
গেলা হেমন্তের ঘরে ॥
হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ
বসি পুরোহিত সাথ।
বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া
এলা বর ভূতনাথ ॥
যত কন্যা যাত্র দেখিয়া সুপাত্র
বলে এ কেমন বর।
বরযাত্রগণে দেখি ভয় মনে
না সরে কার উত্তর ॥

শিব বিবাহ।

সভামাঝে হিমালয় পুর্ব্ব মুখ হয়ে।
বসিয়াছে দান সজ্জা বাম দিকে লয়ে ॥
উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন।
পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ ॥
হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান ॥

বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে।
ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া॥
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম॥
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত।
হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥
হেঁট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা।
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা॥
স্মরহর বর বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর॥
শিব গোত্র শম্ভু সর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥
এরূপ গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা।

কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে
নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে ॥

কন্দল ও শিবনিন্দা।

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে ॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।
আকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকী ॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায় ॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কাঁধে বীণা যন্ত্র।
দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র ॥
আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়ে গুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব ॥
বেনা ঝোড়ে ঝুটি বাঁধি কি কর বসিয়া।
এয়ো সুয়া এক ঠাই দেখ রে আসিয়া ॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এসো চলে ॥

এক ঠাঁই এতো মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥
এই রূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি॥
দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি।
হেটমুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত।
হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত॥
ভূত ভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে।
ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ও মা উমা সোণার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশ পাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥
উমার বদন চাঁদে পরকাশে রাকা।
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ী গোঁপ পাকা॥

কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ॥
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা।
বুড়ার গলায় হাড়মাল এ কি জ্বালা॥
বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে।
বাগছাল পরে বুড়া আত উঠে গন্ধে॥
উমার রতন কাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে।
বুড়ার কোমর বন্ধ ফণী ফোঁস ধরে॥
নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়।
সাপে খেয়ে ছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥

শিবের মোহন বেশ।

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে।
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে॥
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে তেজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়।

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ॥
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।
মনোহর বর হরে দেখিবারে পায়॥
জটাজূট মুকুট দেখিলা ফণি মণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণি॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ॥
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই॥
এই রূপে হরগৌরী বিবাহ হইল।
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল॥
কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ।
ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন॥
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর॥
উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস॥

সিদ্ধিঘোটন।

বড় আনন্দ উদয়।
বহুদিনে ভগবতী আইলা আলয়।।
শঙ্খঘণ্টারব মহামহোৎসব
ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক
রাগ তাল মান লয়।
যত চরাচর হরিষ অন্তর
পরম আনন্দময়।
রায় গুণাকর কহে পুটকর
মোরে যেন দয়া হয়।

উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ।
নন্দিরে কহেন কথা হাসি মৃদু মন্দ।।
শুন শুন অরে নন্দি তুমি বড় ভক্ত।
সিদ্ধি ঘুটে দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত।।
এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।
বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই।।
ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো।
ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো

নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই।
আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই॥
এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর।
সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার॥
যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া॥
তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি॥

সিদ্ধি ভক্ষণ।

মহাদেবের আঁখি ঢুলু ঢুলু।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভুল॥
নয়নে ধরিল রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
লট পট জটাজূট গঙ্গা হুল থুল।
খসিল বাঘের ছাল আলু থালু হাড়মাল
ভুলিল ডমুর শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল।
হাসি হাসি উতরোল আধ আধ আধ বোল
ন ন্ন নন্দি নন্দি আ আ আন ন্ন নকুল।

ভারতের অনুভবে ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল।
সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দি অন্তরে দাঁড়ায়।
বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
সমুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন।
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন॥
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে।
ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে॥
ছোঁয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ।
একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া সবে মগন হইয়া।
আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া॥
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দিরে।
ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে॥
তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত।
মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিৎ॥
হাসিয়া কহেন হর ভাল মোর ভাই।
বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই॥
অসঙ্খ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল।
সহচর গণ সবে ভাবিতে লাগিল।

শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও।
সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও॥
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত॥
আজ্ঞামত পুর্ণ করি সকলে পাইলা।
নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা॥
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ।
আগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ॥
এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী।
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি॥
আমরা নকুল করি এমন কি আছে।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে।
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব।
তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব॥
আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই।
যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই॥
তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে।
ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে॥
কে বলে মেলানীভারে নাহি আয়োজন।
আন রে মেলানীভার দেখিব কেমন॥

মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ।
পূরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন॥
জয় জয় হর গৌরী বলিয়া বলিয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

আমারে ছাড়িও না। ভবানি।
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া
শিলাময়হিয়া হইও না।
এবার পাথারে ফেলিয়া আমারে
দোয় বারে বারে লইও না॥
শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা
তেমন এখানে খেলিও না।
তব মায়াছান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না॥
আনন্দ সাগরে হর মগন হইলা।
বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা॥

তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার।
কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার ॥
দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ি ॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আরবার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর ॥
ঊর্দ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই।
দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই ॥
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে।
চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে ॥
চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত।
দিয়াছ আপনি পুর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাত ॥

কৈলাস বর্ণন।

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশি পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সর গণের বাস ॥

রজনী বাসর মাস সংবৎসর
দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ
সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানাজাতি লতা নানাভাতি
ফলে ফুলে বিকশিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে॥
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল শার্দ্দূল রাখাল
কেশরী হস্তিরাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সবে পিয়ে সুধা নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা
কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার সংসারে॥

সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম
শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই
কেবল সুখের মূল॥
চৌদিকে দুস্তর সুধার সাগর
কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে চিন্তামণি ঘরে
বসি গৌরী ত্রিপুরারি॥

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে॥
এ বড় বিষম ধন্দ, যত করি ছন্দ বন্দ,
ভাল ভাবি হয় মন্দ, পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয়, তবু মন নাহি লয়,
অধর্ম্মে বিবধ ভয়, তবু তাই সাদে॥
মিছা দারা সুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিবাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে॥

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য২ ভিক্ষা মাগি আনিয়া জোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারি॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর॥
আর আর গৃহির গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামির সেবন করে তারা॥

অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যেতে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥
এই রূপে দুই জনে বাড়িছে বাক্‌ছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল॥

হরগৌরীর কন্দল।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে।
আপনি মাখেন ছাই　আমারে কহেন তাই।
কেবা বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি　অন্ন চাহে ভূমি লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষ পানে নাহি ভয়　কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ হিয়া　হেন ঘরে দিল বিয়া
ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে॥

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে ॥
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে।
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হইল চণ্ডী ॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক ॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুরের কুঁজি ॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া ॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন ॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই ॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥

বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর।
তাঁহার ইন্দূরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥

(ঙ)

শিবের ভিক্ষা যাত্রা।

ভবানীর কটু ভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
হেটমুখে পঞ্চানন নন্দিরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড় মাল ডমরু বাঘের ছাল
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকল গুলি
যতগুলি ধুতূরার ফল।
থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥
ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জিয়ন্তে মরা
তাহার উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধ কাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাসবাস বাণিজ্যব্যাপার।

সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥
শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে ॥
হইয়া বিরসমন লয়ে গুহ গজানন
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয় এমত উচিত নয়
নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥

জয়ার উপদেশ।

কহে সখী জয়া শুন গো অভয়া
একি কর ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ ঘর
খেয়াতি হবে কাঙ্গালি।

মিছা ক্রোধ করি আপনা পাসরি
কি কর ছাবালখেলা।
সুখ মোক্ষ ধাম অন্নপূর্ণা নাম
সংসার সাগর ভেলা॥
অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে
দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালি সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে নাছে।
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥
যা বলি তা কর নিজ মূর্ত্তি ধর
বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাস শিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে॥
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যার অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া
রাখ আপনার কাছে॥

ফিরি ঘরে ঘর হইয়া ফাঁফর
কোথায় না পেয়ে অন্ন।
আপনি শঙ্কর আসিবেন ঘর
হইয়া অতি বিষণ্ণ॥

শিবের ভিক্ষা।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন বিনা শুনিতে না পান॥
বঁবম্ ববম্ বম্ ঘন বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম্ শিঙ্গা বাজে ভাল॥
ডিমি ডিমি ডিম ডিম ডমরু বাজিছে।
তা ধিয়া তা ধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গ চিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥

কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতূরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥
চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব॥
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিক্ষারি।
কালি এস দিব অন্ন আজিত না পারি॥

এই রূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর ॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
এস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাফর ॥

শিব প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে　অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি ॥
আমি লক্ষ্মী সর্ব্ব ঠাঁই　মোর ঘরে অন্ন নাই
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।
শুনিয়া শঙ্কর কন　ফিরিলাম ত্রিভুবন
এই কথা সকলের ঘরে ॥
গুমান হইল গুঁড়া　না মিলিল খুদ কুড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে যদ্যপি চায়　সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া ॥

লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই তবু অন্ন নাহি পাই
কপালে দিলেক বিধি ছাই॥
কত সাপ আছে গায় হাভাতেরে নাহি খায়
গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জ্বলে সেহ না পোড়ায় বলে
না জানি মরিব কি ঔষধে॥
ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাদ।
যার নারী সুতা সুত সদা অন্নকষ্টযুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ॥
দেখিয়া শিবের খেদ লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ
কেন শিব করহ বিষাদ।
অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ॥
গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা॥

আমার যুকতি ধর কৈলাস গমন কর
আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমারে কবার তরে আমি আছিলাম ঘরে
এই আমি যাই সেই খানে॥
এত বলি হরিপ্রিয়া কৈলাসে রহিল গিয়া
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখি অন্নদার ক্রীড়া শিবের হইল ব্রীড়া
তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া॥
কত কোটি হরি হর পদ্মাসন পুরন্দর
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।
সুখে নানা রস খায় স্তুতি পড়ে নাচে গায়
দেখি শিব হইলা মোহিত॥
দেখি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে
অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া॥

শিবের ভোজন।

পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের মত॥

পায়সপয়োধি সপ্‌সপিয়া।
পিষ্টকপর্ব্বত কচ্‌মচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ্‌ লিহ্‌ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক ধক ধক ভালে অনল।
তর তর তর চান্দমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলদল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥

ববম ববম বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥
ভভম ভভম বাজয়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তা ধিঙ্গা ধিঙ্গা।
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

শিবের পঞ্চ তপ।

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া॥
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়।
ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড়॥
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে।
করে লয়ে জপমালা মুদিতনয়নে॥
দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর।
গলে যোগপট্ট উপবীত বিষধর॥

বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি।
অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী॥
আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত।
একাসনে বসিয়া রজনীদিনপাত॥
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর।
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর॥
ভাদ্র মাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বাণ।
রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান॥
আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর।
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর॥
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়।
অনশনে রজনী দিবস কত যায়॥
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার॥
পৌষ মাসে দারুণ হিমানী পরকাশ।
রাত্রিদিন জলে বসি নিত্য উপবাস॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিত শরীর॥

ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর।
উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর ॥
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা ॥
ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব।
পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে কৈল স্তব ॥
অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও।
কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও ॥
আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান।
তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান ॥
তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বমূল।
সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে।
সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে ॥
সত্ব রজ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি।
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি।
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্ত্তি ধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর ॥

ব্রহ্মাদির তপ।

শিবের দেখিয়া তপ করিতে অন্নদাজপ
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী।
একাসনে অনশনে অন্নদার ধ্যান মনে
অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী॥
গদা চক্র তেয়াগিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়া
অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।
অনশনে যোগ ধরি তপস্যা করেন হরি
রমা বাণী সংহতি করিয়া॥
মুখ মুণ্ডে হানি বাজ তপ করে দেবরাজ
সহস্রলোচনে জল ঝরে।
সঙ্গে লয়ে দেবীগণে অন্নদা ভাবিয়া মনে
ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে॥
ঊর্দ্ধে দুই পদ ধরি হেটে অগ্নি দীপ্ত করি
অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ।
একাসনে অনশনে অন্নদাধেয়ান মনে
সম শীত বরিষা আতপ॥
ছাড়ি নিজ অধিকার সঙ্গে লয়ে পরিবার
শমন দারুণ তপ করে।

দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি হৈল অবশেষ
বাল্মীক জন্মিল কলেবরে॥
পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি
পবন করয়ে ঘোর তপ।
ঊনপঞ্চাশত ভাগে এক ভাবে অনুরাগে
দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ॥
কুবের ছাড়িয়া ভোগ আশ্রয় করিয়া যোগ
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ
সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান॥
শিবের বিশেষ কায় ঈশানের তপস্যায়
ত্রিলোক হইল টলমল।
কপালে অনল জ্বালি শিরোঘৃত ঘৃত ঢালি
ধ্যানধারণায় অচঞ্চল॥
প্রজাপতি রূপভেদে উচ্চারিয়া চারি বেদে
ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে।
দিগদিক ভেদ নাই টলমল সর্ব্ব ঠাই
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে॥
সহস্রমুখের স্তবে নিজগণ কলরবে
তপস্যা করয়ে নাগরাজ।

গ্রহ তারা রাশি গণ ব্রহ্মঋষি যত জন
বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ॥
যত দেবঋষিগণ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন
রাজঋষি মহর্ষি সকল।
একাসনে অনশনে তপস্যা অনন্যমনে
দেহে তরু জন্মিল সকল॥
সকলের তপস্যায় দয়া হৈল অন্নদায়
অবতীর্ণ হইলা কাশীতে।
সকলেরে দিতে বর প্রতিমায় কৈলা ভর
শুভদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে॥
সকলে চেতনা পেয়ে চৌদিকে দেখেন চেয়ে
অনুকম্পা হৈল অনুভব।
দূর গেল হাহাকার জয় শব্দ নমস্কার
ভুবন ভরিল কলরব॥

ব্যাস বর্ণন।

ব্যাস নারায়ণ অংশ ঋষিগণ অবতংস
যাহা হৈতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ
বেদ ভাগ বেদান্ত বাখান॥

সদা বেদপরায়ণ প্রকাশিলা নারায়ণ
শিষ্যগণ বৈষ্ণবসংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর শুকদেব বংশধর
জননী যাঁহার সত্যবতী॥
দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুটায় তাঁর
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটু বাঁটু॥
কপালে চড়ক ফোটা গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলিমৃগবাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠী গলে লম্বি মালা করতলে
হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশা কুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসারমৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কৌপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পীবারে জল
হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ॥

এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরি অনুক্ষণ
পাঁজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত
তর্কাতর্ক নানামত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয় কোথা কোন যজ্ঞ হয়
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥
জগতের হিতে মন ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয় দারা আপনার নয়
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥

ব্যাসের শিবনিন্দা।

কি কর নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥
তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে॥
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরি তার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে॥

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে ॥
গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরি পদরজ রে

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই ॥
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম ॥
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্যজনে।
মোক্ষ পদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে ॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ত্ব রজ তম গুণ প্রকৃতি তাহার ॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময় ॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়।
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বাঁধা থাকে ॥

সত্ত্ব গুণে সত্ত্ব জ্ঞান করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখ মুখ সর্ব্ব দেবে হরি॥
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে॥
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে
কি কহিলা ব্যাস দেব না পারি সহিতে॥
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়।
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তমো বিনা নয়॥
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এ ত বড় দায়॥
এই কথা কহ যদি কাশীমাঝে গিয়া॥
তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া॥
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা।

এই রূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ।
শিব গুণ গান করি করিলা গমন॥
হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা
বিভূতিভূষিত অঙ্গে পরি বাঘছালা॥
রক্তচন্দনের অৰ্দ্ধচন্দ্র ফোটা ভালে।
ববম ববম্ বম্ ঘন রব গালে॥
কোশা কুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে॥
অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরূপর।
নাভি ঢাকে দাড়ী গোঁফে বিশদ চামর॥
করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম।
চলে মহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম॥
ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে।
ঊৰ্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে॥
একেবারে হরিহরি হরহর রব।
ভাবেতে আঁখির ধারা মানি মহোৎসব॥
বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে।
দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে॥

অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ।
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ ॥
ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে।
ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে ॥

হরিসঙ্কীর্ত্তন।

এই রূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া
আদিকেশবেরে প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
নানা রসে নাচিয়া গাইয়া ॥
বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
কেহ কাঁদে ভাবে গদ গদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
নানা মতে গান বিষ্ণুপদ ॥
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
ঊর্দ্ধভুজে ঊর্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে
কেহ বলে হরি হরি বোল ॥

ব্যাসের শিবনিন্দা এবং ভুজস্তম্ভ ও কণ্ঠরোধ ।

এইরূপে বেদব্যাস করে হরিগুণ।
ঊর্দ্ধ ভুজে কহেন সকল লোক শুন ॥
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্ব দেবে হরি ॥
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঁই।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই ॥
এই বাক্য ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে ॥
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল ॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহিলেন ব্যাস
শৈবগণে কত মত করে উপহাস ॥
চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায় ॥
গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িল সঙ্কটে।
শিবের অজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে ॥
বিস্তর ভৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা ॥

যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥
যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে।
শিবে স্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে।
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে॥
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া॥
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর।
যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥
এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস।
তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির তিলকে।
অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা কৈলা কপালফলকে॥

ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লম্বিমালা যত।
পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত॥
ফেলিলা তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে।
ছাড়িলা হরির গুণ হরগুণ কয়ে॥
ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম।
অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥

ব্যাসের ভিক্ষাবারণ।

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে।
নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে।
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥
যবে ছিল বিষ্ণু-ভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥
কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটায়।
কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসীমালায়॥
হের দেখ তুলসী পত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি॥
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম॥

মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি ॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে ॥
হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥
রুদ্রাক্ষতুলসীমালা যেই ধরে গলে।
তার গলে হরি হরে থাকি গলে গলে ॥
অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় সে কাশীতে করে বাস ॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা।
কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা।
স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর।
ভিক্ষাহেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর ॥
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত।
কিঞ্চিত না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ॥
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন।
গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন ॥
বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি।
ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী।

ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।
ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥
রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।
মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত॥
এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।
ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও।
কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও॥
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল।
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া।
শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া॥
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস।
শিষ্য সহ সে দিন করিলা উপবাস॥
পর দিন ভিক্ষাহেতু শিষ্য পাঠাইলা।
ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা॥

মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা।
কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাঁপ দিলা॥

কাশীতে শাঁপ।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়া কর হে॥
তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে॥
তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে॥
পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে॥
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে॥
ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী।
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসিলোকের অক্ষয় হবে পাপ॥

অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশি ॥
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে।
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে ॥
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে ॥
শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়।
ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায় ॥
ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া।
আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া ॥
হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা।
ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা ॥
জগতজননী মাতা সকলে সমান।
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান ॥
আকাশ পবন জল অনল অবনি ॥
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি ॥
সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা তারা ॥
মেঘ করে যেমন সকলে জল দান।
তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান ॥

তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া॥
হরি হর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে।
শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া॥
হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ।
কোথায় চলেছ থয়ে কার্ত্তিক গণেশ॥
ক্রোধ ভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসে থাক॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহা গণ্ডগোল॥
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস।
ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস॥
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে।
অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে॥
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে
এখন যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায়॥

আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া।
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া॥
এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান।
সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান॥
সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া।
বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া॥
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মান।
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান॥

অন্নদার মোহিনীরূপ।

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
কোটিশশি জিনি মুখ কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদ নখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥
মুকুতা রতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া।
হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥

বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধররঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥
রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে২ কোকিল কোকিলা চার পাশে॥
কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥
এই রূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া॥
মায়াময় এক খানি পুরী নির্ম্মাইয়া।
অতি বৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া॥
আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরম সুন্দরী।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি॥

শুন ব্যাস গোঁসাই আমার নিবেদন।
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন॥
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথিভক্তিমান।
অতিথিসেবন বিনা জল নাহি খান॥
তপস্বি তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর।
ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর॥
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল।
কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল॥
অন্নবিনা তিন দিন মোরা উপবাসি।
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি॥
নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়া।
নিরুপমগুণা তুমি নিরুপম দয়া॥
তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি।
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি॥
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি।
ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি॥
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥

প্রতিঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই॥
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদুমধুস্বরে॥
কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি।
শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী॥
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া।
অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত।
ভোজন করিলা সবে বাসনার মত॥
ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।
হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা॥
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে।
হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে॥
ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও।
বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও॥

শিব ও ব্যাসের কথোপকথন।

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত।
কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বি কাহারে বলে কিবা ধর্ম্ম তার।
কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোক পার॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস॥
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি যত তপ ক্রিয়া।
জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়।
সেই রূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥

ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহ্বি লক লক।
অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক॥
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥
বধিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভৎর্সিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।
কি কর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে।
আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ।
কোন্ দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ॥

কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ।
কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামণ॥
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নয়।
এইক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও॥
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥
ব্যাসদেব রুদ্ররূপি দেখি মহেশ্বরে।
ভয়ে কম্পমানতনু কাঁপে থর থরে॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে॥
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥
জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা।
হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা॥
শিবের হইল তমোগুণের উদয়।
যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয়॥
পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥

পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল ॥
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে।
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে।
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে।
শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে ॥
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।
কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা ॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা।
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা ॥
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা ॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান ॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়।
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায় ॥
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি।
শিষ্য সহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি ॥

ব্যাসের দ্বিতীয় কাশীর নির্ম্মাণ সঙ্কল্প।

কাশীতে না পেয়ে বাস মনোদুখে বেদব্যাস
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছলোক আছে যারা কাশীতে রহিল তারা
আমার না হৈল কাশীবাস॥
এ বড় দারুণ শোক কলঙ্ক ঘুষিবে লোক
ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত সকল হইল হত
ভাঙ্গড় করিল দর্পচূর॥
তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভালতার
কোন খানে সমাদর নাই।
সবে করে উপহাস ইনি সেই বেদব্যাস
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই॥
যদি করি বিষ পান তথাপি না যাবে প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
চিরজীবী করিলা গোসাঁই॥
ভবিতব্য ছিল যাহা অদৃষ্টে করিল তাহা
কিহবে ভাবিলে আর বসি।

তবে আমি বেদব্যাস এই খানে পরকাশ
করিব দ্বিতীয় বারাণসী ॥
করিয়াছি যত তপ করিয়াছি যত জপ
সকল করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম জাগাইব এইখানে প্রকাশিব
কাশীর যে কিছু আয়োজন ॥
কাশীতে মরিলে জীব রাম নাম দিয়া শিব
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।
এখানে মরিবে যেই সদ্য মুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে।
অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া তপস্যায় ভর দিয়া
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥
মোরে খেদাইল শিব তার সেবা না করিব
বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দি করেছিল খুন
কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই ॥
বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়
যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।

তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥
তাঁরে তুষি তপস্যায় বর মাগি তাঁর পায়
সকলে পাইব যথা বসি।
পুরী করি মোক্ষ ধাম জাগাইব নিজ নাম
নাম থোব ব্যাসবারাণসী।

ব্রহ্মার ব্যাসভর্ৎসনা।

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন ॥
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া।
বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া।
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া ॥
অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল ॥
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে।
তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে ॥
শিব নাম জপ কর যেথা সেথা বসি।
যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী ॥

তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা।
আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা॥
আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন॥
কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর॥
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে॥
ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল॥
সম যাঁর সুধা বিষ হুতাশন জল।
অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল॥
তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই।
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোঁসাই॥
এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজস্থানে।
ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে॥
যে হোক সে হোক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥

অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার।
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর॥
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা।
বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা॥
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করে ছিলা।
শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা॥
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি।
তবে সে হইবে মোর ব্যাসবারাণসী॥
এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির।
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর॥
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ॥

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার কোপ।

গজানন ষড়ানন সঙ্গে করি পঞ্চানন
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন হৃষ্টমতি
ভোজন করিছে ভূতগণ॥

ছয় মুখ কার্ত্তিকের গজ মুখ গণেশের
মহেশের নিজে মুখপঞ্চ।
কতমুখ কত জন বেতাল ভৈরব গণ
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ॥
লেগেছে সিদ্ধির লাগি, খেতে বড় অনুরাগী
বার মুখ তিন বাপে পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটি অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে॥
অন্নদা বুঝিলা মনে কৌতুক আমার সনে
বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়, পাতে পাতে অপ্রমেয়
পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ॥ ।
খাইবেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধি হত
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি
খেতে হবে খাও খাও খাও॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারসে পরিপূর্ণা
নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে।
ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ
ফলিবেক বিষবৃক্ষ হয়ে॥

ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিলা মনে
ব্যাসের তপের অনুবলে।
কপালে টনক নড়ে হাত হইতে থালা পড়ে
উচট লাগিয়া পদ টলে॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্মে মন্দ করে
অন্নদার উপজিল রোষ।
অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিল ব্যাস
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ॥
ভাবে বুঝি ক্রোধভর জিজ্ঞাসা করিলা হর
কেন দেবি দেখি ভাবান্তর।
অন্নদা কহেন হরে ব্যাস মুনি তপ করে
অনশন কৈল বহুতর॥
তুমি ঠাঁই নাহি দিলে, কাশী হইতে খেদাইলে
তাহাতে হয়েছে অপমান।
করিতে দ্বিতীয় কাশী হইয়াছে অভিলাষী
সেই হেতু করে মোর ধ্যান॥
হাসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিলা বর
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
এক মুটা অন্ন মেনে দিও॥

সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহ কিবা
কি হয় তাহার দেখ বসি।
এত বড় তার সাদ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাস বারাণসী ॥
তবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিল ঘোর
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে।
অসময় সুসময় না বুঝিয়া দুরাশয়
বিরক্ত করিল অত্যাচারে ॥
বলিরাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণী দানে
অধোগতি পাইল যেমন।
তেমনি ব্যাসের গিয়া শাপ দিব বর দিয়া
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥
মহামায়া মায়া করি জরতীশরীর ধরি
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা।
অন্নপূর্ণা পদতলে ভারত বিনয়ে বলে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা ॥

অন্নদার রজতীবেশে ব্যাসছলনা।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ি।
ডানি করে ভাঙ্গা নড়ী বাম করে ঝুড়ী ॥

ঝাকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি।
কোটি কোটি কাণকোটারির কিলিকিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিটে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝুপড়ী নড়ী আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিটডাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥

তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥
কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাদ নাই।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবে যদি এই খানে মর॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥
তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত॥

বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে॥
কাণকোটারিতে মোর কাণ কৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান।
আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।
পুনঃ কহ কি হইবে এখানে মরিলে॥
ব্যাসদেব কন বুড়ি বুঝিতে নারিলে।
সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে॥

বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা ॥
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিল।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইল ॥
এই রূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥
দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে ॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আঁধার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপুর্ণা আসিয়া ছলিলা ॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু ॥

প্রকৃতি পুরুষ রূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কি কহিব।
শক্তিযোগে শিব সংজ্ঞা লোপে শক্তি শিব॥
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥
ব্যাস বারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্য দোষে হইল গর্দ্দভ বারাণসী॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয়॥

কবিরঞ্জন।

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

রাজধানী ও গড় বর্ণন।

প্রভাতে উদয়াদিত্য সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত
প্রবেশিলা বীরসিংহ দেশ।
স্বচ্ছন্দ সকল লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ॥

দিব্য পরিচ্ছদ পরে গান বাদ্য ঘরে ঘরে
তিলেক নাহিক তালভঙ্গ।
বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা এই রসে রাত্র দিবা
রাগ রঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ॥
পরস্পর সকৌতুক কাব্য ছাড়া এক টুক
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা।
গোধন রক্ষক যারা সঙ্কীর্ত্তণ ভাষে তারা
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা॥
পরম পবিত্র রাজ্য পরস্পর পুণ্যকার্য্য
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।
কল্পতরু তুল্য ভূপ আধিপত্য নানা রূপ
দীন নাহি সে দেশে জনেক।
চৌদিগে চৌপাড়ি ময় পাঠ চায় পড়োচয়
দ্রাবিড় উৎকল কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহোত বাড়ী বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই অতিথীর সীমা নাই
ব্রহ্মচারি যতি বানপ্রস্থ॥
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ ভূত ভবিষ্যত প্রাজ্ঞ
স্বধর্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত॥

অযাচক লক্ষ লক্ষ বাসনা সাযুজ্য মোক্ষ
ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।
প্রতাপ প্রচণ্ড তর জ্যোতির্ম্ময় কলেবর
যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু।
প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগ সদ্য
ব্যাধিমুক্ত কালেতে বিয়োগ।
ভূপতির আস্থা আছে যাতায়াত নিত্য কাছে
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ ॥
দেখিতে দেখিতে দূর দেখিলেন রাজপুর
অমরাবতীর প্রায় লাগে।
যাম্যে দামোদর নদ গড় ভুক্ত বাঁকা নদ
চৌদিগে বেষ্টিত বেঁড় বাঁশ।
বুরুজ বিষম উচ্চ পাহাড় তাহার তুচ্ছ
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস ॥
তোপধ্বনি সীমা কিবা হুড় হুড় রাত্র দিবা
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা ॥
নামজাদা মাল গুলা গায় মাথা রাঙ্গা ধুলা
বিক্রমের কত কব কথা।
গাছে ডানা মারে আঁটি ধমকেতে মাটী ফাটী
গোড়া শুদ্ধ উপাড়ে অমনি।

পিছে হটে মারে তাল দেখিতে সাক্ষাৎ কাল
অকালেতে জলদের ধ্বনি ॥
বাহুযুদ্ধে যুঝে ভেলা ভূমে পড়ে করে খেলা
সন্ধান সবাই ভাল জানে।
পরস্পর ছিদ্র চায় যে যারে পালোটে পায়
হাঁ করিয়া একা চোট হানে ॥

কালীকীর্ত্তন

গৌরীর বাল্যলীলা।

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা, কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন পান
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে।
অতি অবশেষ নিশি গগণে উদয় শশী
বলে উমা, ধরে দে উহারে ॥
আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে;
কাঁদিয়ে ফুলায়ে আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?॥

আয় আয় মা মা বলি ধরিয়ে কর অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায় চাঁদ কি রে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বোসে গিরিবর করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি ধর মা! এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহা সুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরাম প্রসাদ কয় কত পুণ্য পুঞ্জচয়
জগৎ জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্গ উপরে

গৌরীর অনশনে মেনকার খেদ।

ব্রত অনশন স্বস্তিক আসন
মানসে শঙ্কর ধ্যান।
দিনকর করে শ্রমবারি ঝরে
মলিন চাঁদ-বয়ান॥

কবি রামপ্রসাদের বাণী কান্দে মেনকা রাণী
কি কর কি কর মা এটা।
এ নব বয়সে কুমারী এদেশে
এমন কঠোর করে কেটা ?।
গৌরীর আমার ননীর পুতলী তনু, উপরেপ্রচণ্ডভানু
কিরণে উনয় নবনীত।
মরি মরি সুকুমারী নবীন কিশোরী গৌরী
বাছা, কেন করোগো মা এমন অনীত।
স্বর্গ যদি মনে লয় পিতা তব হিমালয়
হিমালয় আলয় সবার।
কিম্বা বাঞ্ছ হৃদে ঈশ তার লাগি এত ক্লেশ
রতনে যতন করে কার ?॥
কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষমালা কারলাগি মা হোয়েছে
ভৈরবীবালা।
তুমি যারে চিন্ত রাত্র দিবা সেই নির্গুণের গুণ কিবা
তার চিন্তায় পাপ পুণ্য সে কেবল মহাশূন্য।
যারে পূজ বিল্বদলে শুনেছি গো মা সে তোমার
পদতলে॥
একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার
এ কঠোর তপে কিবা ফল ?।

মরমে পরম ব্যথা মা রাখ মায়ের কথা
ছাড় এ কঠোর গৃহে চল ॥
তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধু জলে সে ডুবিল
সেই শোক যখন উঠে মনে।
প্রাণ আমার যেমন তা প্রাণ জানে ॥
সে শোক ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে।
রামপ্রসাদ বলে তিতে রাণী আঁখির জলে
একি কর মায়ের মাথা খেয়ে ॥

পদাবলী।

সীতার বিলাপোক্তি।

মোরে বিধি বাম গুণনিধি রাম
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি পড়িয়া মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে।
সীতার লোচনে সলিল পড়িছে ঝরিয়া,

রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া,
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে ॥
অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিত,
শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিত,
কমল নয়নে চাহনা চকিত.
বিদরে পরাণো কর না স্থগিত,
প্রবোধ দেহনা উঠিয়ে হে।
ধূলায় ধূষর এ হেন শরীর,
দুকূল আকুল হোয়েছে কটির,
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখিহে তিমির,
আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে॥
কর হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া,
কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া,
কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,
পরাণ যাইছে ফাটিয়া হে।
যখন ছিলাম জনক বাসেতে,

আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে,
বিধবা চিহ্ন নাহিক তোমাতে,
এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা! কোথা গেলে চলিয়ে হে॥
ললাট লিখন ঘুচাতে নারে,
আপনি উদরে ধরেছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
আহা নাথ! নাথ! কি হোল আমারে,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে।
ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়,
এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়া হে॥
এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,
তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল অশন করিব,
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে।
রামপ্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী,

রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব ধান্নুকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো ॥

আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে, কালীপদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
ওরে,হৃৎকমলে,ধ্যান কালে,আনন্দসাগরে ভাসি ॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা,
অনল দাহন যথা, করে তূলারাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, পিতৃ ঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে মোলেই মুক্তি, বটে সে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভাল বাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণা নিধির বলে,
চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাব্‌লে এলোকেশী ॥

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এ সংসারে সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছো বোলে শিবভিখারী।
জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দানধর্ম্মোপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা পারে যান্‌নি ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা অঙ্গে ভস্মভূষণ ধরি।
ওমা কোথায় লুকাবে তোমার কুবের ভাণ্ডারী।
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা! এত কেন হোলে ভারি
যদি রাখ পদে,থেকে পদে,পদে পদে বিপদ সারি॥

তুমি এ ভাল কোরেছো মা আমারে বিষয় দিলে না
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা কি ক্ষতি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজি ভোর গো ॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়া তোর ॥
(এ)

এবার মজুরি হোলোনা মজুরা চাব কি
কি জোরে করিব জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছা মিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥
এ মা ঘোর মহানিশী, মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর।
আমার এ কুল ও কুল দুকুল মজিল,
সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এ মা আমি টানি কোলে, মনে টানে পিছে
দারুণ করম ডোর।
রাম প্রসাদ কহিছে, পোড়ে দুটানায়,
মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥

কাজ হারালাম কালের বশে।
মন মজিল মিছে রঙ্গ রসে ॥
যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আমার বশে ॥
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।

সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে।
যমদূত আসি, শিয়রেতেবসি, ধর্ব্বে যখন অগ্রকেশে,
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দেবে,
দণ্ডিবেশে।
হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে
আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মোলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে
অনায়াসে।

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে
যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য
মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে
মরণ বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য কোরে সব
খোয়ালে।

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদান
কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায়
জলে॥

নিতান্ত যাবে দীন এ দিন যাবে কেবল ঘোষণা
রবে গো॥
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট কোরে বোসেছি
ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে নেয়ে লবে গো।
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায় সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসান দেমা ফিরে
চেয়ে।
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে গো॥

রামায়ণ।

শ্রীরামের রূপ বর্ণন।

অন্ধকার ঘরে যেন জ্বালিলেক বাতি।
কোটি সূর্য্য জিনিয়া তাহার দেহদ্যুতি॥
শ্যামলশরীর প্রভু চাঁচর কুন্তল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল॥
আজানু লম্বিত দীর্ঘ ভূজ সুললিত।
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আকর্ণপূরিত॥
কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর।
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর॥
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন।
কি সে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন॥

-ঃ০ঃ-

সীতার জন্ম ও রূপ।

চাষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাঋষি।
মিথিলা হইল আলো পরম রূপসী॥
অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি।
এ সামান্যা নহে কন্যা কমলা আপনি॥

কন্যা রূপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে॥
হরিণী নয়নে কিবা শোভিত কজ্জল।
তিল ফুল জিনি তার নাসিকা উজ্জ্বল॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর।
সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলি॥
অরুণ বরণ তার চরণ কমল।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল।
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
অমৃত জিনিয়া তার মধুর বচন॥
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি রোমকূপে॥

বনগমনকালীন সীতার প্রতি রামের উপদেশ ও সীতার উক্তি।

শ্রীরাম বলেন সীতে নিজ কর্ম্ম দোষে
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥

তাহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে পিতার আশ্বাস॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে॥
জানকী বলেন সুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামি বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামি বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামির জীবনে জীবে মরণে সংহতি॥
অহে নাথ! একা কেন হবা বনবাসী।
পথের দোসর হব কর্য়ে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতে বনে পাবা নানা দুঃখ।
শত দুঃখ ঘোচে যদি হেরি তব মুখ॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাই জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥

তব সহ থাকি যদি লাগে ধূলা গায়।
অগুরু চন্দন চূয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্ণগৃহ নহে তার সমতুল॥
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখ ভার।
আরামে আরাম আর আহারে আহার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে পাপ নহে বিমোচন॥
শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন।
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ॥

সীতা হরণে মারিচের নিষেধ!

অবোধ রাবণ এ কি তোমার দুর্ম্মতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি॥
প্রাণাধিকা রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী॥
রাম সহ বিবাদে যাইবা যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী।

কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমার-গণ হবে সর্ব্বনাশ॥
লঙ্কাপুর মনোহর নাহিক উপমা।
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি।
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার বসতি॥
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরে পড়িবে এ প্রমাদ॥
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যাজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তাঁরে ভজে॥
যেমন ছুটিলে হস্তি না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে॥
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে।
প্রাণ দিল দশরথ রামপুত্র শোকে॥
সীতা বিনা রামের না যায় অন্যে মন।
সীতারো শ্রীরাম পদে মন সমর্পণ॥
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতিপত্র তোমার থাকুক কুতূহলে॥
বহু ভোগ করিবা হইয়া চিরঞ্জীবী।
আনিতে না কর মন শ্রীরামের দেবী॥

হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার॥
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার।
এই বার সবাকার হইবে সংহার॥

রাবণের প্রতি সীতার উক্তি।

অধর্ম্মিষ্ট অধন্য অগণ্য দুরাচার।
করিবেন রাম তোর সবংশ সংহার॥
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে বলিস তাঁহারে কুবচন॥
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তোর দেখি অনেক অন্তর॥
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস কেমনে এ দুষ্ট আচরণ॥
একাকিনী পাইয়া আমারে বন মাঝ।
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ
করে দুষ্ট কুড়িপাটি দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি॥

সীতা হরণ ও সীতার বিলাপ।

ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর
কোথা গেলা প্রভু রাম গুণের সাগর॥
সিংহের বিক্রম প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘরে পেয়ে মোরে হরিল রাবণ॥
তুমি যত বলিলা হইল বিদ্যমান।
ত্বরা আইস দেবর কর পরিত্রাণ॥
অত্যন্ত চিন্তিতা সীতা করেন রোদন।
এমন সময়ে রক্ষা করে কোন জন॥
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন॥
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
সীতা লৈয়া রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম আইসে বলিয়া তাকায় চারিভিতে॥
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে॥

বনের ভিতরে যত আছ বৃক্ষ লতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা ॥
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন ॥
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষসবীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির ॥
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত এই দায় ॥
রাবণ বলিল সীতে ভাব অকারণ।
পাইলে এমত রত্ন ছাড়ে কোন জন ॥
অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কুল।
অতি কৃশা দীন বেশা কান্দিয়া আকুল ॥
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ ॥
জানকী বলেন কোথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এ অভাগিনীরে দেখা দেহ একজন ॥
ঋষ্যমুখ নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর ॥

নল নীল হনূমান পবন-নন্দন।
জম্বুবান্ সুগ্রীব বসেছে দুইজন।
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ॥
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী॥
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥

রাবণ সীতারে আপন আধিপত্য দেখান।

সীতারে প্রবোধ বাক্য কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতে তুলিয়া বদন॥
চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মম আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে॥
চারি ভিতে সাগরের মধ্যে লঙ্কা গড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড়।
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে॥
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সীতা দেবী সকলি তোমার॥

লক্ষ্মণকে দেখিয়া রামের ভয়।

লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন সীতাজানি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী॥
আইলাম তোমারে করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলা কোথা মম স্থাপ্যধন॥
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই॥
কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আছি কহিব কাহারে॥
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোণার পুত্তলী।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি॥
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহা ভয়ঙ্কর।
হিংস্র জন্তু কত শত কত নিশাচর॥
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িল প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিলেক বাদ॥

সীতাকে দণ্ডকারণ্যে না দেখিয়া রামের বিলাপ।

শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর॥
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন চোরে॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর॥
গিরি গুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ॥
এইরূপে এক স্থানে যান শত বার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশু পাখী॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন কত প্রবোধ বচন॥

উপদেশ বাক্যে মন না দেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম॥
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বার বার করে দেব লোকে॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা মনে সদা জাগে।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন্ মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস?

রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন আমি যদি হইয়াছি বটে।
রাজ-লক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভাষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনক লতার প্রায় জনক দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ।
দিবা নিশি করিতেছে তমোনিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতার অভাবে।
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয়ে কে ভাবে॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণি॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥

আমি জানি পঞ্চবটী ভূমি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিয়াছে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে॥
শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার॥
হে অরণ্য! তুমি ধন্য বন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী জীবনেতে ছাড়িব জীবন॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা সীতা বলিয়া হৈলেন অচেতন॥
ভাই ভাই বলিয়া লক্ষ্মণ করে কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে॥
রজনীতে নিদ্রা নাই ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস॥

রাবণের রামরূপ দর্শন।

রথোপরি দশানন চতুর্দ্দিকে চায়।
সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্র দেখিবারে পায়॥
অনিমিষে রামরূপ করি নিরীক্ষণ।
অমনি রহিল চায়ে কি করিবে রণ॥
দুর্ব্বাদলশ্যামল কোমল কলেবর।
আজানু লম্বিত ভুজ অতি মনোহর।
কমল নয়ন যুগ্ম শ্রবণে মিলিত।
মুখশোভা কোটী কোটী চন্দ্রের বাঞ্ছিত॥
বিম্বফল বিফল দেখিল ওষ্ঠাধর।
মন্দহাস্য সুপ্রকাশ্য দন্ত চারুতর॥
বক্ষঃস্থল প্রশস্ত লক্ষ্মীর সিংহাসন।
নাভিকূপ অপরূপ রূপ সুগঠন॥
গজপতি শিখে গতি শ্রীরামের ঠাই।
কি দিব পদের তুল্য তুল্য আর নাই॥

রাবণ বধ।

মর্ত্ত্যে জয় জয়, জয় দেবালয়
রসাতলে জয় ধ্বনি।

দুষ্ট রাবণেরে, সমরেতে শরে
বধিলেন রঘুমণি॥
বাণেতে জর্জ্জর, গায়ে সুবিস্তর
বহে রুধিরের ধার।
শ্যাম কলেবরে, অতি মনোহরে
যেন প্রবালের হার॥
ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু, শোভে মুখ ইন্দু
যেন মুকুতার দাম।
রণ পরিশ্রম, কাতর অসম
মহা পরাক্রম রাম॥

রামের অযোধ্যায় পুনরাগমনে সকলের উল্লাস।

সুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ।
বহু দিন পরে রাম আইলেন দেশ॥
রথোপরি থাকি ভাই হইল দর্শন॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন॥
প্রেমে পূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার।
ভরত শ্রীরামেরে করেন নমস্কার॥
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত।
আশীর্ব্বাদ জানকী করেন শত শত।

জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে।
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিলা গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় ত্যজি যায় কুলের যুবতী॥
কাণা খোঁড়া শিশু বুড়া লয় অন্য জনে।
অন্ধ জনে চক্ষু পায় রাম দরশনে॥
অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী।
পৃথিবীতে ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী॥

রতি সতী হৈমবতী লীলাবতী ভানুমতী
ইত্যাদি অনেক দেব রামা।
আইলেন অযোধ্যায়, দাস দাসী সঙ্গে যায়
বসনে ভূষণে নিরুপমা॥
হাতে লয়ে দুর্ব্বা ধান, রামের সম্মুখে যান
শ্রীরামের করিতে কল্যাণ।
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর
পৃথিবীতে তব গুণ গান॥
পৃথিবীতে জন্ম নিলা নরলীলা প্রকাশিলা
তুমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ।

কি করিব আশীর্ব্বাদ, পূরিল মনের সাধ
করিলাম তব দরশন ॥
আসিয়া কিন্নরীগণে, অভিষেক নিমন্ত্রণে
করিল রামের গুণ গান।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, আসিয়া অযোধ্যাপুরী
নৃত্য গীত বাদ্যের বিধান ॥

মহাভারত।

অর্জ্জুনের সহিত রাজাগণের যুদ্ধ।

যার যে লইয়া সৈন্য ভূপতি মণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল ॥
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি ভুষণ্ডী তোমর।
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গার ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্র বৃষ্টি ॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ॥
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেন রাজাগণে সমুদ্রের প্রায় ॥

ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে॥
কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি দেখ গুণবতী।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি॥
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতী।
একা সিংহে নাহি পারে অজাযূথপতি॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে॥
এক ব্যাঘ্রে কি করিবে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষবিষধর মথিল সমুদ্র॥
একা হনূমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেই মত নৃপগণ করিব কি শঙ্কা॥
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুর্গুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া॥
এক লক্ষ ভূপতি বেড়িল চতুর্দ্দিগে।
নাহিক সম্ভ্রম পার্থ সিংহ যেন মৃগে॥

হিমাদ্রি পর্ব্বতপ্রায় আছে মহাবীর।
সমুদ্র সদৃশ বুক অত্যন্ত গভীর॥
জন্তুগণ মধ্যে যেন সিংহ মহাবল।
ইন্দ্রের নন্দন রাজা মধ্যে তত বল॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়।
তাদৃশ অর্জ্জুন অঙ্গে বাণবৃষ্টি হয়॥
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর।
অর্জ্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর॥
একা পার্থ কোটি কোটি বেড়িল বিপক্ষ
হাতে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবারে লক্ষ্য।
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ তূর্ণ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণ পূর্ণ॥
বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হয়ে অর্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক এড়েন অস্ত্রগণ।
নিমেষেকে শরবৃষ্টি করেন বারণ॥
যেন মহা বাতাসে উড়ায় মেঘমালা।
সমুদ্র লহরি যেন নিবারিল ভেলা॥
শিশুগণ মধ্যে যেন করে গেণ্ডু লীলা।
যুদ্ধে বীর তাদৃশ করেন নানা খেলা॥

দাবাগ্নি নিবৃত্ত যেন হৈল বৃষ্টিজলে।
নিমিষে করেন পার্থ শান্ত সে সকলে॥
প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার মার শব্দে ডাকে যত নৃপবর॥
চতুর্দ্দিগে সবাকার মুখে এই রব।
রহ রহ দুষ্টমতি দ্বিজগণ সব॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ মুখে ঘোর নাদ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণে গণিল প্রমাদ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব।
দেখ হেন অন্তে যেন উগরে অর্ণব॥
উঠ উঠ দ্বিজ সব চলহ সত্বর।
নির্ভয় হয়েছে মনে নাহি কিছু ডর॥
মারিবার হেতু দুষ্ট সঙ্গে আনিছিলা।
আপনি মরিল সর্ব্ব দ্বিজে দুখ দিলা॥
ক্ষত্ররাজগণ সহ হইল বিবাদ।
আছুক দক্ষিণা প্রাণে পড়িল প্রমাদ॥
পলাহ পলাহ দ্বিজ চলহ সত্বর।
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ বিন্ধিলেক লোভে॥

এথায় রহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
এত বলি পলাইল যতেক ব্রাহ্মণ॥
দ্বন্দ দেখি হরষিত দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
ঘন করতালি দিয়া নাচেন উল্লাসী॥
লাগ লাগ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে সকল রাজারে গালি পাড়ে॥
ব্যর্থ ক্ষত্রকুলে জন্ম ব্যর্থ তোমা সব।
একা দ্বিজ সকলে করিল পরাভব॥
কন্যা লয়ে যান যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কোন লাজে লোকে তোরা দেখাবি বদন
এত বলি ঊর্দ্ধবাহু নাচে তপোধন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ না যায় লিখন॥
সবাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের নন্দনে।
করেন প্রহার নিজ অস্ত্রে রাজগণে।
কাহার কাটিল ধনু কার কাটে গুণ।
কাহার কাটিল খড়্গ কার কাটে তূণ॥
কাহার কাটিল রথ কাহার সারথি।
কাহার কাটিল শর শেল শূল শক্তি॥
নিরস্ত্র হইল তবে যত রাজা চয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥

মুখে পঞ্চ ভুজে চারি আর চারি পায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে রথোপরি যায়॥
রথ ফিরাইল যত রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল চতুর্দ্দিকে যত নরপতি॥
কহেন আশ্বাস বাক্য পার্থ দ্রৌপদীরে।
পাছে থাকি হাসিয়া কহিছে কর্ণ বীরে॥
কি কর্ম্ম করিস দ্বিজ মুখে নাহি লাজ।
পর নারী সম্ভাসহ কেন সভা মাঝ॥
আপনার ভোজ্য অগ্রে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা সহ কর কথোপকথন॥
এ অদ্ভূত কারে কহি উপহাস কথা।
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছা রাজার দুহিতা॥
নেউটিয়া দেখি পার্থ রাধার নন্দনে।
কহিলেন কহ কর্ণ আছত জীবনে॥
ওরে কর্ণ দুরাচার ধন্য তোর প্রাণ।
জীয়ন্ত আছিস সে খাইয়া মম বাণ॥
কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি কথা কহ।
কোন দেশে ঘর তোর আমা না জানহ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি করি উপরোধ।
কার প্রাণ জীয়ে আমি করিলে যে ক্রোধ॥

কর্ণ বাক্য শুনি পার্থ কহিলেন তারে।
দ্বিজ আমি এই কথা কে বলিল তোরে ॥
যুদ্ধ ভয় করি বুঝি কহ এই কথা।
দুর্য্যোধনে ভাণ্ডি রাজ্য খাও তুমি বৃথা ॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্রের বিধান।
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই সমান ॥
তুমি বড় ধর্ম্মপর ব্রহ্মবধে ভয়।
তেঁই এক জনেরে বেড়িলা রাজাচয় ॥
হাসিয়া এখন বল করি উপরোধ।
কে বলিল তোমারে করিতে শান্ত ক্রোধ ॥
যত শক্তি আছে তব নাহি কর ক্ষমা।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জানিহ আমা ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণ কোপে জ্বলে।
নানা বর্ণ অস্ত্র বীর পার্থোপর ফেলে ॥
নানা অস্ত্র ফেলে দোহে যেবা যত জানে।
মুষল ধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখি যে আর।
দিবা দুই প্রহরে হইল অন্ধকার ॥
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত নৃপতি যত দেখিয়া সমর ॥

বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ তুমি বেশধারী কি হেতু ব্রাহ্মণ॥
কিম্বা ভস্মাচ্ছন্ন ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ॥
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদী কিম্বা তুমি রাম।
কিম্বা তুমি জীয়ন্ত পাণ্ডবার্জুন নাম॥
এত জন মধ্যে তুমি হবে কোন জন।
মম ঠাঞি অন্য কে জীবেক এতক্ষণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে আমার তোরে দিলে পরিচয়॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন্ কাজ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ॥
একা দেখি বেড়িলা হইয়া লক্ষ লক্ষ।
হারি পরিচয় মাগ শুনিতে অশক্য॥
যদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া॥
অর্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কোপিত।
অরুণ নয়ন যুগ্ম ঘোরে বিপরীত॥
অরুণনন্দন বীর অরুণ প্রতাপে।
অরুণ-সদৃশ-বাণ বসাইল চাপে॥

আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধ পথে অর্জুন করেন খান খান॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটী॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথী কাটেন তার বীর ধনঞ্জয়॥
বিরথী হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
হাহাকার করি ধায় যত নরবর॥
কর্ণ রক্ষা হেতু সব বেড়িল অর্জুনে।
অর্জুন করেন শর বরিষণ রণে॥
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঁঞি লাগে॥
কারু কারু অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার॥
কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল-সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত॥
ধনুক সহিত কাটিলেন বামহাত।
গড়াগড়ি যায় কহে বুকে বাজে ঘাত॥
ভাদ্রমাসে পাকাতাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জ পুঞ্জ স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে॥

ভীষণ দশন হাতে পর্ব্বত আকার।
মুষল মুদ্গার মারে মুণ্ডে সবাকার॥
নবমেঘ-ঘটা যেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থের নির্ঘাতে সব গড়াগড়ি ধূলে॥
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত পড়িল পদাতি॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধু-জল।
সেই রূপে রাজাগণে মথিল সকল॥

পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত-বাস মোচন।

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ॥
বিরাট রাজার রাজ-সিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝিয়া বসেন ধর্ম্মকারী॥
ভস্ম হৈতে দীপ্ত যেন হৈল হুতাশন।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন॥
বামভাগে বসিলা দ্রুপদ-রাজসুতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরি দণ্ড ছাতা॥

করযোড়ে অগ্রেতে কহেন ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলান দুই মাদ্রীর তনয়॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্য রাজারে কহিল॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধান ক্রোধ ভরে।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে॥
শ্বেত শঙ্খ ধায় দুই রাজার নন্দন।
উত্তর কুমার শুনি ধান সেইক্ষণ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল জনে জন॥
পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন।
পঞ্চ-সংখ্য ইন্দ্র যেন হইল শোভন॥
জলদগ্নি-সম তেজ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহুর্ত্তেকে রহিলেন স্তম্ভিত হইয়া॥
কত দূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে॥
দেখিয়া বিরাট রাজা কোপিত অন্তর।
কঙ্কে চাহি কহিলেন কর্কশ উত্তর॥
হে কঙ্ক! কি হেতু তব এই ব্যবহার।
কি মতে বসিলা তুমি আসনে আমার॥

ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন্ জ্ঞানে বসিলা আমার রাজপাটে॥
প্রথমে বলিলা তুমি আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি ফল মূলাহারী॥
কোন দ্রব্যে আমার না হয় অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলা প্রকাশ॥
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হইল লইতে রাজ্যপদ॥
না বুঝিয়া বসিলি অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর॥
আর দেখ আশ্চর্য্য, সকল সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে॥
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোক লাজ।
পর-স্ত্রী লইয়া বৈসে রাজসভা-মাঝ॥
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি॥
হে বল্লব সূপকার! তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলা দণ্ডছাতা॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায়॥

হে সৈরিন্ধ্রি জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র॥
এখন কঙ্কের সঙ্গে একি ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার॥
বচনেতে বাপের উত্তর ভীত মন।
আঁখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিয়া রাজন।
উত্তরেরে বলিলেন সক্রোধ-বচন॥
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মম পুত্র হয়ে কেন এমন অনীত॥
কঙ্কের অঙ্গেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতি বাক্যে ঘন ঘন প্রণিপাত॥
সেই দিন হতে তব বুদ্ধি হৈল আন।
কুরু হৈতে যে দিন গোধন কৈলে ত্রাণ॥
আমা হৈতে শত গুণে কঙ্কে তব মতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের কি গতি॥
পুনঃ পুনঃ বিরাট করিল কটূত্তর।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জুন বীর কহিছেন ধীরে॥

যে বলিলা বিরাট ! অন্যথা কিছু নয়।
তোমার আসন কি ইহার যোগ্য হয় ॥
যে আসনে এ তিন ভুবন নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে ॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুটি চরণে করেন প্রণিপাত ॥
সে আসনে সতত বসেন যেই জন।
কি মতে তাঁহার যোগ্য এ হয় আসন ॥
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ-সহ যার খাটেন শ্রীহরি ॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর ॥
দশ কোটি হস্তী যার প্রতিদ্বার রাখে।
অশ্বরথ পদাতিক কার শক্তি লেখে
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যার পালনেতে ॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব অকৃতি অগণন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে যেন পুত্রগণ ॥
অষ্টাশী-সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ব্ব নরে ॥

ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগে রক্ষিত যাহার।
দুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতুল কুমার ॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে
ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর তীর্থবনে ॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহার ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মানি চমৎকার।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন বল আরবার ॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথায় ইহার আর সহোদর চারি ॥
কোথায় দ্রুপদ কন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা এই ধর্ম্ম যদি ॥
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লব বিখ্যাতি ॥
যাহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত ॥
মারিল কীচকে যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক ॥
অশ্বপাল গোপাল বলায় দুই জন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন ॥

এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু ভাষিণী।
পঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন॥
রাজপুত্র উত্তর বলয়ে সবিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহা সাধ্য নয়॥
পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিলা অজ্ঞাত।
দেখিয়া না দেখ রাজা হইলা অজ্ঞান।
যার দরশনে ইন্দ্র চন্দ্র হন ম্লান॥
মহাবল কীচক হেলায় নিপাতিলা।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈলা॥
অপ্রমিত কুরুসৈন্য সাগরের প্রায়।
তরিলাম যেই কর্ণধারের উপায়॥
ভুজবলে জিনিলেন যত যোদ্ধাগণ।
রাজ্য রক্ষা কৈলা তব রাখিয়া গোধন॥
যার শঙ্খনাদেতে ত্রৈলোক্য কম্পবান॥
অদ্যাপিও বধির রয়েছে মম কান।

সেই ইন্দ্রদেবপুত্র এই ধনঞ্জয়।
এক রথে করিলেন কুরুসৈন্য জয়॥
পূর্ব্বে এই ধর্ম্মরাজ-রাজসূয় কালে।
বহু দিন কর লয়ে দ্বারে বদ্ধ ছিলে॥
সহস্র সহস্র রাজা করে নিয়া কর।
দ্বারিগণ প্রহারে জর্জ্জর কলেবর॥
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈলা।
তেঁই হেন নিধি তাত গৃহেতে আইলা॥
শীঘ্রগতি চরণে শরণ লও তাত।
এত বলি উত্তর করিলা প্রণিপাত॥
শুনিয়া বিরাট রাজা সজল লোচন।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হৈল গদ্গদ বচন॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া পড়িল কত দূরে।
পুনঃ পুনঃ উঠি পড়ি ধূলায় ধূসরে॥
সবিনয় বলিলেন যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি!
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্রভাগে।
করিলাম সমর্পণ তব পদ যুগে॥
শুনিয়া সদয় হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
করিলেন আজ্ঞা পার্শ্বে তুলহ রাজন॥

অর্জ্জুন ধরিয়া তাঁরে তুলিয়া সেক্ষণে।
শান্তাইল নরনাথে মধুর বচনে।।
সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমারে সদয়।
তোমার পুরেতে আসি করিনু আশ্রয়॥
বিরাট কহিলা যদি করিলা প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমাদের যত অপরাধ॥

ভক্তি তরঙ্গিণী

তৃতীয় অধ্যায়।

গুরু বন্দনা।

গুরুদেব দয়া কর দীন হীন জনে॥
মম মতি ভকতি প্রণতি ও চরণে॥
গুরু তুমি জগন্নাথ! জগতের গুরু।
তব দয়া তুল্য নহে কোটি কল্পতরু॥
সরোবর শরীর সরোজশিশু জ্ঞান।
ফুটে যদি তোমার চরণ করে ধ্যান॥
গুণের অতীত গুণ বর্ণিতে কে পারে।
বুদ্ধি সাধ্য নহে সে বর্ণনে বর্ণ হারে।।

ঠেকিয়াছি ঘোর দায় করি নিবেদন।
হইয়াছে এ শরীরে অপূর্ব্ব গ্রহণ॥
জ্ঞান-চন্দ্র অজ্ঞান-রাহুতে গিলিয়াছে।
স্থিতি নয় নয় দণ্ড সদা কাল আছে॥
একা নহে রাহু সঙ্গে সেনা ছয় জনা।
ছাড়ে পাছে দণ্ডে দণ্ডে দেয় কুমন্ত্রণা॥
মন যে আমার, সে মনের মত নয়।
রাহু অনুগত সে রাহুর মত কয়॥
কুপথে কুকর্ম্মে মন করিছে বিহার।
আমি বলি ভাল ভাব মন ভাবে আর॥
যুক্তি করি মুক্তি-পথ করিছে বারণ।
ভাবিতে না দেয় প্রভু তোমার চরণ॥
দয়া করি দয়াময় শ্রীনাথ আমারে।
মুক্ত কর এই দায় এ পাপ সংসারে॥
দাসের দুর্গতি হয় দূর কর খেদ।
ইঙ্গিতে অসিতে প্রভু কর রাহু ছেদ॥
রাহু গেলে জ্ঞানোদয় হইবে যখন।
অনায়াসে পলাইবে রিপু ছয় জন॥
জন্মে জন্মে তোমার দাসের আমি দাস।
এই ভিক্ষা চাহি পূর্ণ কর অভিলাষ॥

উপাসনা হেতু ব্রহ্মের রূপ কল্পনা।

নিরঞ্জন নিরাকার এক ব্রহ্ম নাহি আর
উপাসনা হেতু অবতার।
ভেদ জ্ঞানে নাহি মুক্তি মিছা নয় শিব উক্তি
কে জানে কেমন মায়া মার॥
প্রকৃতি পুরুষ কায় চনক দলের প্রায়
মূল শক্তি ইচ্ছায় সৃজন।
আপনার তিন গুণে প্রসবিলা তিনজনে
বিধি বিষ্ণু দেব ত্রিলোচন॥

বসন্ত বর্ণন।

মলয় পর্ব্বত হৈতে আইল পবন।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ॥
মধুকরী মধুকর আমোদে মাতিয়া।
মধু খায় ফুলে ফুলে বেড়ায় নাচিয়া॥
ময়ূরী ময়ূর নাচে দেখি কাদম্বিনী।
গান করে কুহুস্বরে পিকসীমন্তিনী॥
ডাহুক ডাহুকী সঙ্গে জলেতে খেলায়।
খঞ্জন খঞ্জনী তাহে নাচিয়া বেড়ায়॥
মরাল মরালবধূ খেলে সরোবরে।
কলরব দ্বারা জলে কৌতুকে বিহরে॥

পৃথিবী পর্ব্বতে যত পুষ্পবন ছিল।
বসন্তের আগমনে প্রফুল্ল হইল॥
পুষ্প-গন্ধ নিয়া বায়ু করিয়া ভ্রমণ।
বিরহি জনার মন করে উচাটন॥
নীরস আছিল তরু সরস হইল।
ভগবতী আগমনে সুফল ফলিল॥
সকল রসেতে পূর্ণ জল সুমধুর।
দয়া করি দুগ্ধ গাভী দিতেছে প্রচুর।

কলি বর্ণন।

তারিণী বলেন পৃথিবীতে পাপচয়।
আমার গমন করা কি রূপেতে হয়॥
কলিকালে মানব করিবে পাপ কত।
লোভেতে করিবে লোক পরকাল হত॥
মদনে মাতিয়া লোক গুরুকে নিন্দিবে।
দেব দ্বিজ গুরু লোক কেহ না মানিবে॥
ইহাতে নরক আর তোমার লিখন।
অনুচিত সে পাপীর মুখ দরশন॥
পিতা মাতা সেবা না করিবে পাপ যত।
কটু কবে হইয়া ভার্য্যার অনুগত॥

এক ব্রহ্ম উপাসনা হেতু অবতার।
করিবে পাষণ্ড-লোক ভেদ দেবতার।
কন্যা পুত্র বিক্রি হবে পশু পক্ষী মত।
করিবে পাতক হবে সে দেশ পতিত॥
গৃহীর উচিত সেবা করিবে অতিথ।
হইবে অধম লোক তাহাতে বঞ্চিত॥
করিলে অতিথি সেবা চতুঃবর্গ পায়।
না করিলে পাপ দিয়া পুণ্য নিয়ে যায়॥
পাগল হইয়া পতি ছাড়িবেক সতী।
অসতীর অনুগত হবে দুষ্টমতি॥
গুরু আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবে মূঢ় নর।
পাইয়া পরম মন্ত্র ছাড়িবে পামর॥
কুহকে কাঞ্চন ত্যজি পাপে হবে রাজি।
বুঝিবে না পাপি লোক সেই ভোজ-বাজি॥
স্বামির সেবায় নারী হইবে বিহীনা।
ছাড়িয়া পতির সেবা হবে পরাধীনা॥
স্বামির শাপেতে নষ্ট হবে অহঙ্কার।
দুর্গতি না যাবে বাছা! কভু কুলটার।
পতিব্রতা সতীর পরশে হবে সুখ।
পাপীয়সী পরশিলে পাবে বড় দুখ।

ভেদাভেদ দ্বেষাদ্বেষ হবে প্রবঞ্চনা।
পরামর্শ জিজ্ঞাসিলে দিবে কুমন্ত্রণা॥
পরদারা-হরণে না জাতিভেদ রবে।
ছাগ পশু মত লোক নরকে ডুবিবে॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যদি অন্ন জল চায়।
দয়া না করিবে দুষ্ট প্রাণ যদি যায়॥
সাধু নিন্দা নীচ কর্ম্ম করিবে নির্ব্বোধ।
বিনা অপরাধে গুরু করিবেন ক্রোধ।
আত্মীয় স্বজনে আগে করিয়া আশ্বাস।
প্রবঞ্চনা করিয়া করিবে সর্ব্বনাশ॥
থাকি আমি সর্ব্বদা জীবের ঘটে ঘটে।
স্ত্রীলোক আমার ছায়া জান তুমি বটে॥
নারী অপরাধে দণ্ড নহেত বিধান।
না বুঝিয়া আমায় করিবে অপমান॥
কুবৃত্তি করিবে পাপী হয়ে দস্যু চোর।
না বুঝে ভোগিবে পাপী রোগ আদি ঘোর॥
আর কি বলিব বিধি শেষে এই হবে।
আমারে ছুইয়া লোক মিথ্যা কথা কবে।
ভাবিয়া এসব পাপ মনে হয় ভয়।
ভূতলে গমন করা পরামর্শ নয়॥

সমাপ্ত।

SELECTIONS

FROM BENGALI POETS.

PART I.

COMPILED FOR THE USE OF SCHOOLS IN BENGAL.

BY

MAHENDRA NATH ROY.

Deputy Inspector of Schools.

কুসুমাবলী।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সঙ্কলিত।

পঞ্চমবার মুদ্রিত।

CALCUTTA.

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS.
115, AMHERST STREET.

1871.

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

যৎকালে কুসুমাবলী প্রথম প্রচারিত হয়, তখন এতদ্দেশে কাব্য-শাস্ত্রানুরাগী লোকের সংখ্যা তাদৃশ অধিক ছিল না, বিশেষতঃ অনেকেই বঙ্গদেশীয় কবিদিগকে অনাদর করিতেন। কবিবর মৃত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় হইতে এদেশের কৃত-বিদ্য লোকেরা কাব্যানুশীলনে যত্নবান্ হইয়াছেন, অধুনা কএক জন কবির প্রযত্নে বঙ্গভাষা দিন দিন অভিনব বেশভূষা ধারণ করিতেছেন। ইহাদের যশঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়, বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই এরূপ প্রার্থনা।

কুসুমাবলীর প্রথম খণ্ড তৃতীয়বার মুদ্রিত হইল। এবার পূর্ব্বসঙ্কলিত কোন কোন ভাগ পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কএক জন প্রাচীন কবির গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পুস্তক খানি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সম্যক্ পাঠোপযোগী করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। প্রাচীন কবি সমূহের রচনা-নৈপুণ্যের যে যে উদাহরণ দেওয়া হইল তাহা পাঠ করিলে অনেকের উপকার হইবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের আকার বৃহৎ হইবে এই আশঙ্কায় অভিনব কাব্য সমূহ হইতে কোন বিষয় গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পাঠক গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই দোষ মার্জ্জনা করিবেন। মুদ্রাঙ্কণের আইনের অনুবর্ত্তী হইয়াও এবিষয়ে সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছে।

এক্ষণে সকলে কুসুমাবলীকে সমধিক উৎসাহ প্রদান করিলে আমার পরিশ্রম ও ব্যয় সফল হয়। ইতি

২০ অক্টোবর।
১৮৬৯ সাল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।